দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ৬ পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মিলন (৩৫), ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত হানিফ আলীর ছেলে আবুল উদ্দিন (৬২), একই গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩০), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত ফকির চান আলীর ছেলে ডালিম (৩৫), একই গ্রামের মৃত নবাই মণ্ডলের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০) এবং চাকুলিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মোজাম্মেল হক (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক পৃথক দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে পরিত্যাক্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান উদ্ধার হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত পোনে ৯ টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ধর্মচাকী হতে হিজলবাড়ী গামী পাকা রাস্তা সংলগ্ন হিজলবাড়ী বটতলা নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপরে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন র্যাব।

পরবর্তীতে আজ বৃহস্পতিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানানো হয়।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে

রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১১ গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ বিভিন্ন মামলার ১১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৫, সিআর মামলার ৪ ও নিয়মিত মামলার ২ আসামী।

এসব আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ জন, সিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ১ জন, নিয়মিত মামলার ২ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ২ ও সিআর মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালান পুলিশ।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম

জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযানে চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃতদের শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের ৮ পরোয়ানাভূক্তসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩, সিআর মামলায় ৫ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জন।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ৩ আসামী, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ ও চুরির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ১ এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ২ জন আসামী রয়েছে।

বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আল্লাদী খাতুন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত নারী আসামী আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। আল্লাদী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া শিবপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবি’র স্ত্রী। তার নামে মামলা নং জিআর ১০০/২১ ইং।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল জানান, গ্রেফতার আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতারের পর পরই মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১১ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ৪ আসামী, সদর থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত জিআর মামলায় ১, সাধারণ জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ২ আসামী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন নিয়মিত মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামীসহ ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) ভোররাত পর্ন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতকারকৃতদের আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ১ জন আসামী রয়েছে।

এরা হলেন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলা ৯৪/১৯ মামলার আসামী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মানিক হোসেন, ৪২৩/২০ মামলার আসামী শ্যামপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে আলাউদ্দীন, ১৯৫/২২ মামলার আসামী দক্ষিণ শালিকা গ্রামের সাহাবুদ্দীনের ছেলে মিঠু হোসেন ও সিআর ১৭২/২২ মামলার আসামী কাঁঠালপোতা গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে লেকছার আলী।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের

নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, এএসআই শাকিল, এএসআই মাহবুব, এএসআই মাসুদ, এএসআই শাহাজামাল, এএসআই ইব্রাহিমসহ সঙ্গীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।